

## পল্লী অঞ্চলের অনিবাসী ভূমি মালিকগণের ভূমি একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে ব্যবহার ও সংরক্ষণ নীতিমালা-

শিক্ষা, চাকুরী, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, উচ্চ শিক্ষা, ব্যবসা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে গ্রাম থেকে শহরে বসবাসের কার্যক্রম ঘটে প্রতিনিয়ত। এ প্রক্রিয়া Urbanization নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। দেশ যত উন্নত হয় এ Urbanization প্রক্রিয়া তত ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশেও একই প্রক্রিয়ায় গ্রামের অনেক লোক শহরে বা বিদেশে বসবাস করছে। শহরে বা বিদেশে বসবাসরত এ সকল লোকের পল্লী অঞ্চলে জমি, বসতবাড়ী এবং অন্যান্য শ্রেণির স্থাবর সম্পত্তি থাকে- যাকে অনিবাসী ভূমি মালিকের জমি বলা হয়।

অনিবাসী ভূমি মালিক পল্লী অঞ্চলে বসবাস করেন না বিধায় অনেক ক্ষেত্রে তার জমি বে-দখল হওয়া, যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়া, বর্গাদার কর্তৃক যথেষ্ট ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়া, জমির উপরি অংশের Top Soil নষ্ট করা ইত্যাদির আশংকা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ বা স্থানীয় জনগণ কোন সার্বজনীন কাজে এ জমি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া, জমির ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ, ভূমি জরীপের সময় জরীপ সংক্রান্ত কর্মীর সাথে জমির রেকর্ড হালনাগাদ করানো, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে অনিবাসী ভূমি মালিকগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে অনিবাসী ভূমি মালিকগণ ভূমি সংরক্ষণে অনিশ্চয়তায় ভোগেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভূমি পতিত রাখেন, বসতবাড়ী দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখেন বা অনেক ক্ষেত্রে ভূমি বিক্রয় করে চলে যান। ভূমি বিক্রয় করে চলে গেলে গ্রামের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ ও সামাজিক বন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভূমি হচ্ছে একটি ভাল বিনিয়োগ যা নিয়মিত ফসলের মাধ্যমে যেমন অর্থের যোগান দেয় তেমনি সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে। বর্তমানে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিধায় এ দেশের কৃষি উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, ফল চাষ, গবাদি প্রাণি পালন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুযোগ বেশী। দারিদ্র্য বিমোচন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় পল্লী অঞ্চলের সকল বসতবাড়ীকে আধুনিক কৃষি খামারে রূপান্তরের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। প্রকল্প শেষে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। বর্তমানে প্রত্যেক উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা আছে এবং প্রত্যেক গ্রামে একটি বাড়ি একটি খামার সমিতি আছে। এ সকল সমিতির মাধ্যমে অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি ব্যবহার করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ভূমি মালিক ভূমি সংরক্ষণে নিশ্চিত থাকতে পারেন এবং অনিবাসী ভূমি মালিকের সাথে পল্লী অঞ্চলের নিকটজন ও সমিতির সদস্যদের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকবে বা সামাজিক বন্ধনকে অটুট রাখতে সহায়ক হবে। এভাবে একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হলে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সে প্রেক্ষাপটে অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হল :

১। নীতিমালার নাম : অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ নীতিমালা।

২। সংজ্ঞা :

(ক) “একটি বাড়ি একটি খামার সমিতি” বলতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধিত এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত সমিতি;

(খ) “অনিবাসী ভূমি মালিক” বলতে পল্লী অঞ্চলের যে কোন বৈধ ভূমির মালিককে বুঝাবে যিনি কাজের প্রয়োজনে দেশের অন্যত্র বা বিদেশে বসবাস করেন; এবং

(গ) “ভূমি” বলতে অনিবাসী ভূমি মালিকের স্বেচ্ছা প্রদত্ত নাল জমি, ভিটি, জলাশয়সহ সকল প্রকার কৃষি/অকৃষি জমি বুঝাবে।

- (ক) পল্লী অঞ্চলের কোন অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে সমিতির কোন সদস্য ফসল উৎপাদন বা ব্যবহার করতে পারবে।
- (খ) অনিবাসী ভূমি মালিকের সম্মতিতে ভূমির নিকটবর্তী একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে এরূপ ভূমি ব্যবহারের প্রয়োজনে বিষয়টি সমিতির সভায় আলোচনা করে ব্যবহারকারী সদস্য/সদস্য নির্বাচন করতে হবে।
- (গ) একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করে অনিবাসী ভূমি মালিকের সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে অবহিত করার প্রয়োজন হবে। চুক্তির খসড়া পরিশিষ্ট-ক হিসেবে এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
- (ঘ) একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির পক্ষে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং সমিতির অপর ০২ জন সদস্য সাক্ষী থাকবেন। অনিবাসী ভূমি মালিকের পক্ষে তিনি এবং তার পক্ষে ০২ জন সাক্ষী রাখতে পারবেন।
- (ঙ) পল্লী অঞ্চলে কোন অনিবাসী ভূমি মালিক তার মালিকানাধীন কোন ভূ-সম্পত্তি অব্যবহৃত রাখলে একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির পক্ষে সভাপতি ও সম্পাদক মালিকের সাথে যোগাযোগ করে ভূ-সম্পত্তি যথাযথ সংরক্ষণের লিখিত নিশ্চয়তা প্রদান করে এ নীতিমালার অনুসরণে ভূমি ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- (চ) একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির পক্ষে সভাপতি ও সম্পাদক সমিতির সদস্যগণের মাধ্যমে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এবং ভূমি মালিকের পক্ষে ভূমির তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবেন।
- (ছ) কোন অনিবাসী ভূমি মালিক তার ভূ-সম্পত্তি পল্লী অঞ্চলে অব্যবহৃত বা পতিত রাখলে, বা উৎপাদনশীল না রাখলে এবং একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূমি মালিক সম্মত না হলে সহযোগিতার জন্য সমিতির পক্ষে লিখিতভাবে এরূপ অব্যবহৃত ভূমির তথ্য প্রকল্পের উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে অবহিত করবেন।
- (জ) একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির কোন সদস্য বা একাধিক সদস্যের মাধ্যমে এরূপ অনিবাসী সম্পত্তিতে কৃষি ফসল, মৎস্যচাষ, গবাদি প্রাণি পালন, বৃক্ষরোপণ, ফল উৎপাদন ইত্যাদি কৃষি বিষয়ক ফসল উৎপাদন করা যাবে। তবে ভূমির জন্য ক্ষতিকর এমন কোন ফসল উৎপাদন করা যাবে না।
- (ঝ) ভূমি ব্যবহারকারী সদস্য এবং সমিতির সভাপতি/সম্পাদক সম্পত্তি যাওয়াতে অবৈধ দখল বা বেহাত হতে না পারে, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকবেন। তবে কোন সমস্যা দেখা দিলে অনিবাসী ভূমি মালিককে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করাসহ সমিতির সকল সদস্যের সমন্বয়ে এ বিষয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন। এছাড়াও প্রয়োজনে উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।
- (ঞ) অনিবাসী ভূমি মালিক এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত ভূমিসমূহে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ সমিতির তহবিল হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।
- (ট) একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির সংশ্লিষ্ট ভূমি ব্যবহারকারী সদস্যের উৎপাদিত ফসলের অংশ বা লভ্যাংশ মোট তিন ভাগে ভাগ হবে। যার এক ভাগ পাবে অনিবাসী ভূমি মালিক, আর এক ভাগ পাবে সংশ্লিষ্ট সমিতির ফসল উৎপাদনকারী সদস্য এবং উপকরণ ব্যয়ের জন্য উক্ত সদস্য অন্য ভাগও পাবে। তবে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তহবিল হতে উপকরণ ব্যয় নির্বাহ করা হলে উক্ত উপকরণ ব্যয়ের অংশ সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পাবে। সমিতির এ সংক্রান্ত হিসাব বহিতে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং ভূমি মালিককে লিখিতভাবে উৎপাদিত ফসলের মূল্য, ফসলের মালিকের প্রাপ্য ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক ফসল চাষীর স্বাক্ষর সম্বলিত হিসাব ভূমি মালিককে অবহিত করতে হবে। মালিকের প্রাপ্য অর্থ চাহিদা অনুযায়ী তাহার নিকট সমিতির তত্ত্বাবধানে নগদ বা ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর করতে হবে।
- (ঠ) সম্পত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ কার্যক্রম ও বিক্রয় ইত্যাদি সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতার প্রয়োজনে সমিতির সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে উৎপাদক চাষী পরিবর্তন করা যাবে।
- (ড) অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমিতে জলাবদ্ধতা, Top Soil নষ্ট করা, আগাছা জন্মানো, ভূমি ক্ষয়, ময়লা-আবর্জনা ফেলা বা ইত্যাদি কার্যক্রম যাহা ভূমির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে, এইরূপ কার্যক্রম রোধে সমিতির পক্ষে ব্যবহারকারী সদস্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ঢ) সম্পত্তি নিয়ে কোন মামলা/মোকদ্দমার উদ্ভব হলে সমিতির পক্ষে সভাপতি/সম্পাদক তাৎক্ষণিকভাবে ভূমির মালিককে অবহিত করে উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করবেন। পরবর্তীকালে মালিক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- (ণ) ভূমি মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতীত জমির শ্রেণি পরিবর্তন বা এরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারবেন না। তফশিল সম্পত্তিতে আইনসিদ্ধ নয় এমন কোন কার্যক্রম বা কোন ফসল উৎপাদন করা যাবে না।
- (ত) উৎপাদিত ফসলের চাষাবাদ, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের কার্যাদি তদারকি করা এবং সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক সচেতন থাকবেন।

**অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত চুক্তিনামা-**

নিম্নবর্ণিত অনিবাসী ভূমি মালিকের তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে জমিতে উৎপাদিত ফসল বন্টনের নীতিতে কৃষি ফসল উৎপাদন এবং বৃক্ষরোপণ, ফলজ বৃক্ষ, গবাদি প্রাণি পালন, মৎস্য চাষ এবং কৃষির বিভিন্ন সাব-সেক্টরে উৎপাদিত ফসল বন্টন এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্য এ চুক্তিনামা সম্পাদন করা হ'ল :

ক। প্রথম পক্ষ (ভূমি মালিক)-----জেলার-----উপজেলার-----  
-----গ্রামের জনাব-----, পিতা/স্বামী-----  
যিনি নিম্ন তফশিলভুক্ত সম্পত্তির মালিক বা আইনগত/বৈধ প্রতিনিধি।

এবং

খ। দ্বিতীয় পক্ষ (ব্যবহারকারী)----- একটি বাড়ি একটি খামার সমিতি, গ্রাম-----  
উপজেলা-----, জেলা----- এর পক্ষে সমিতির সভাপতি  
জনাব----- এবং সম্পাদক জনাব-----

এই চুক্তি মোতাবেক উভয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল :

- এ চুক্তিনামা অদ্য-----তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসর বলবৎ থাকবে। যদি এ সময়সীমার মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তিনামার শর্তাবলী প্রথম পক্ষের সন্তুষ্টিমতে পালন করেন এবং প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সম্মত থাকেন, তবে এই চুক্তিনামা ০৩ বছর অন্তর উভয়পক্ষের সম্মতিতে নবায়ন হবে;
- যদি প্রথম পক্ষ ০৩ বছর পরে চুক্তির মেয়াদ শেষে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করতে চান এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাতে সম্মত থাকেন, তবে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে একইভাবে অথবা পরিবর্তিত শর্তে চুক্তিনামা সম্পাদন করা যাবে;
- দ্বিতীয় পক্ষ সমিতির কোন একজন সদস্য বা একাধিক সদস্যের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের সম্পত্তিতে কৃষি ফসল, মৎস্যচাষ, গবাদি প্রাণি পালন, বৃক্ষরোপণ, ফল উৎপাদন ইত্যাদি কৃষি বিষয়ক ফসল উৎপাদন করবেন। তবে ভূমির জন্য ক্ষতিকর এমন কোন ফসল উৎপাদন করতে পারবেন না;
- দ্বিতীয় পক্ষ এ চুক্তিনামার তফশীলে উল্লিখিত সম্পত্তি যাহাতে অবৈধ দখল বা বেহাত হতে না পারে, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকবেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষের সমিতির সকল সদস্যের সহায়তায় এ বিষয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন;
- প্রথম পক্ষের তফশিলভুক্ত ভূমিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের অংশ বা লভ্যাংশ মোট তিন ভাগে ভাগ হবে। যার এক ভাগ পাবে অনিবাসী ভূমি মালিক, আর এক ভাগ পাবে সংশ্লিষ্ট সমিতির ফসল উৎপাদনকারী সদস্য এবং অন্য ভাগ পাবে উপকরণ ব্যয় নির্বাহকারী সদস্য অথবা প্রকল্প হতে ব্যয় নির্বাহ করা হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। চুক্তির আওতায় দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ভূমিসমূহে ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট সদস্য নিজে বা সমিতির তহবিল হতে নির্বাহ করা যাবে। দ্বিতীয় পক্ষ সমিতির এ সংক্রান্ত হিসাব বহিতে হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং প্রথম পক্ষকে লিখিতভাবে উৎপাদিত ফসলের মূল্য প্রথম পক্ষের প্রাপ্য ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক ফসল চাষীর স্বাক্ষর সম্বলিত হিসাব প্রথম পক্ষকে অবহিত করবেন এবং প্রথম পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী তাহার নিকট বা তার মনোনিত প্রতিনিধির নিকট নগদ/ব্যাংক হিসাবে টাকা স্থানান্তর করবেন;

৬. দ্বিতীয় পক্ষ ফসলের চাষাবাদ, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের কার্যাদি তদারকি করবেন এবং সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
৭. দ্বিতীয় পক্ষ সম্পত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ কার্যক্রম ও বিক্রয় ইত্যাদি সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতার প্রয়োজনে সমিতির সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে উৎপাদক চাষী পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে বিষয়টি উপজেলা সমন্বয় কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করতে হবে।
৮. দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ভূমিতে জলাবদ্ধতা, Top Soil নষ্ট করা, আগাছা জন্মানো, ভূমি ক্ষয়, ময়লা-আবর্জনা ফেলা বা ইত্যাদি কার্যক্রম যাহা ভূমির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে, এইরূপ কার্যক্রম রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৯. প্রথম পক্ষের তফশিলে বর্ণিত ভূমির মালিকানাশ্রুত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
১০. সম্পত্তি নিয়ে কোন মামলা/মোকদ্দমার উদ্ভব হইলে দ্বিতীয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন, প্রথম পক্ষকে অবহিত করবেন এবং প্রথম পক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, প্রয়োজনে তা উপজেলা সমন্বয় কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে;
১১. প্রথম পক্ষ জমি বিক্রয় করিলে বা উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হইলে নতুন মালিকের সম্মতিতে চুক্তিনামার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তিপত্র বলবৎ রাখা যেতে পারে। যদি নতুন মালিকের সাথে চুক্তি বলবৎ করা সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পক্ষের বিনিয়োগ বা উৎপাদন খরচ প্রথম পক্ষ প্রদানে বাধ্য থাকবেন; এক্ষেত্রে কোনরূপ জটিলতার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটি ও উপজেলা কমিটি বিষয়টি সমাধান করবে।
১২. প্রথম পক্ষের লিখিত সম্মতি ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ জমির শ্রেণি পরিবর্তন বা এরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না;
১৩. দ্বিতীয় পক্ষ তফশিলী সম্পত্তিতে আইনানুগ নয় এমন কোন কার্যক্রম বা কোন ফসল উৎপাদন করতে পারবেন না;
১৪. এই চুক্তিনামার সময়সীমার মধ্যে যে কোন পর্যায়ে যদি দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তিনামার কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তবে প্রথম পক্ষ উপজেলা সমন্বয় কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি কে অবহিত করে এ চুক্তিনামা বাতিল করে দিতে পারবেন এবং তা দ্বিতীয় পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন;
১৫. প্রথম পক্ষ কর্তৃক এইরূপ চুক্তিনামা বাতিলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ সাথে সাথে তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এ জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবী বা আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়েরের পরিবর্তে উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে বিষয়টি অবহিত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৬. সম্পাদিত চুক্তিনামার কোন শর্ত ভঙ্গ বা কোন কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

ভূমির তফশীল

জেলা	উপজেলা	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	ভূমির পরিমাণ	চৌহদ্দি
						উত্তর : দক্ষিণ : পূর্ব : পশ্চিম :

উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে এ চুক্তিনামা সম্পাদন মানসে উভয়পক্ষ অদ্য-----তারিখে নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আপন নাম ও স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

দ্বিতীয় পক্ষ

প্রথম পক্ষ

সাক্ষীগণের নাম :

১।

২

সাক্ষীগণের নাম :

১।

১।